আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৬ (সাপ্তাহিক) • ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ৪ মার্চ ২০২১ • ১৩ ফাল্গুন ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 46 (Weekly) • 26 FEBRUARY, 2021 – 4 MARCH, 2021 • Friday • Rs. 3.

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ই-স্কুটারে সওয়ারি হয়ে কেন্দ্রকে একহাত মমতার

প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক

রান্নার গ্যাসের দাম চারশো টাকা করতে হবে, রাজপথে নেমে কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি অগ্নিকন্যার

জাগো বাংলা নিউজ : সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। প্রতিদিন রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। প্রতিদিন বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। সেসব দিকে নজর নেই। বাংলায় এসে মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন বিজেপির নেতারা। প্রধানমন্ত্রী নীরব দর্শক। দেশের মানুষের এত কষ্ট। তাদের হুঁশ নেই। ভয়ে সবাই চুপ করে আছে। কিন্তু, প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক একজনই। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনব প্রতিবাদ করে গোটা দেশের মানুষকে তিনি বার্তা দিলেন, কেউ না থাকুক, তিনি আছেন। প্রথমে কলকাতার পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের ই-স্কুটারে সওয়ারি হয়ে গেলেন নবান্নে। বিকেলে সেই নবান্ন থেকে নিজেই ব্যাটারিচালিত স্কুটার চালিয়ে ফিরলেন বাড়িতে এবং দেখিয়ে দিলেন, ফাইটার কাকে বলে।

প্রথমে নবান্নে, পরে বাড়ি ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের এই অভিনব প্রতিবাদের কারণ ব্যাখ্যা করলেন জননেত্রী। কলকাতার রাজপথে তাঁকে দেখতে মানুষের ঢল নামে। দেশের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এভাবে পথে নামলেন। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহদের চ্যালেঞ্জ করলেন। স্বভাবতই, প্রবল চাপে কেন্দ্র। গোটা দেশের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন। বিজেপির সরকারের তীব্র সমালোচনা করে জননেত্রী বলেছেন, ‘‘দেশের সর্বনাশ করে দিচ্ছে মোদি সরকার। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ তাঁর চলবে যতদিন না গ্যাসের দাম ৮২০ টাকা থেকে কমে ৪০০ টাকা হচ্ছে। হয় গ্যাসের পুরনো দাম ফেরাও, নয় নরেন্দ্র মোদি ফেরত যাও। নরেন্দ্র মোদির সরকার আর অমিত বাবু মিলে দেশটাকে বেচে দেবে। এই সরকার জনবিরোধী সরকার, যুব বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী সরকার। এই সরকার দেশের মানুষকে অস্বস্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গ্যাস দেওয়ার বদলে ‘গ্যাস’ দিচ্ছে। এই গ্যাস হল মানুষকে প্রতারণা।’’ দেশের যখন এই দুর্দশা, তখন নিজের নামেই আমেদাবাদে নিজের নামেই স্টেডিয়ামের নামকরণ করেছেন মোদিবাবু। একনায়কতন্ত্রের এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। তিনি আশঙ্কাপ্রকাশ করে বলেছেন, ‘‘এই সরকার ইতিহাস বদলে দিচ্ছে। স্টেডিয়ামের নাম বদলে দিয়েছে। পারলে দেশের নামটাও বদলে দেবে। এই সরকারের পতন চাই।’’

> ‘‘এই সরকার ইতিহাস বদলে দিচ্ছে। স্টেডিয়ামের নাম বদলে দিয়েছে। পারলে দেশের নামটাও বদলে দেবে। এই সরকারের পতন চাই।’’
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে ঘড়ি ধরে ১১টায় কালীঘাটের বাড়ি ছেড়ে যখন মুখ্যমন্ত্রী বেরোলেন মাথায় তাঁর হেলমেট, মুখে যথারীতি মাস্ক। প্রতিবাদ লেখা একটা অ্যাপ্রন গায়ে জড়ানো। সওয়ার স্কুটির পিছনে। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট পেরিয়ে হাজরা রোড ধরে হাজরা মোড়। সেখান থেকে এস পি মুখার্জি রোড ধরে এক্সাইড মোড় থেকে বাঁয়ে ঘুরে মোট সাড়ে নয় কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সোজা নবান্ন। স্কুটির চাকা যখন গড়াতে শুরু করল, পাশের ফুটপাথের পথচারী, আশপাশের গাড়ির সওয়ারি বাস, অটো, ট্যাক্সির সব যাত্রী— সবার চোখ সেদিকে।

সন্ধ্যায় নবান্ন ছেড়ে বেরনোর মুখে মুখ্যমন্ত্রী একটি নথি তুলে ধরে দেখান আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ২০১৪ সালে কত ছিল, আর এখন তা কত। সেই সময়েই পেট্রোল-ডিজেলের দাম কত। অর্থাৎ বিজেপির এই সাতবছরে ভয়াবহ বৃদ্ধি হয়েছে পেট্রোপণ্যের। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাস। তার মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই টাকাগুলো কারা কীভাবে বাড়াচ্ছে, কত টাকা কীভাবে যাচ্ছে? এর পিছনে একটা বড় রহস্যের খেলা আছে। সেই খেলা ঢাকার জন্যই জনগণের সঙ্গে ছলনা করা হয়।” ২০১৬ সালের চেয়ে এ বছর কেরোসিনের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত গত বছর ভরতুকি দেওয়া হয়েছিল কেরোসিনে। তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। মমতার প্রশ্ন, এ রাজ্যে দু কোটিরও বেশি গরিব মানুষ কেরোসিনের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা কীভাবে সংসার চালাবেন? কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি গরিবমানুষকে খুব বিপদে ফেলেছে। তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জননেত্রী। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেউ প্রতিবাদ না করুন, তিনি প্রতিবাদ করবেন। লাগাতার আন্দোলন চলবে।

বিজেপিকে হারিয়ে ভূত করে দেব

জননেত্রীর চ্যালেঞ্জ

জাগো বাংলা নিউজ : চক্রান্ত যে হবে সেটা জানা ছিল। স্বভাবতই কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেও আট দফা ভোটেই বিজেপির দফা রফা করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য সব রাজ্যে একদফায় ভোট। আর বাংলায় আট দফা। তারমধ্যে জেলা ভেঙে ভেঙে ভোট। এসব প্রক্রিয়া যে বিজেপিকে সুবিধা করে দিতেই, তা স্পষ্ট। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানালেও জননেত্রী পরিষ্কার বলেছেন, ‘‘কাকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত। আমরা নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ সম্মান করি। কিন্তু, বাংলায় কেন আট দফা। সিপিএমের কেরলেও একদফায় ভোট। সবাই জানে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আমাদের জোর বেশি। সেখানে আবার তিন ভাগে ভোট হবে। হোক। ভালো হয়েছে। ওদের হেরে ভূত করে দেব। কারণ, আমরা গ্রাসরুটের লোক। আমরা মানুষের সঙ্গে থাকি। আপনারা দেশটাকে ভেঙে দিচ্ছেন। সবকিছুতেই ভেদাভেদ। কিন্তু কিছু লাভ হবে না। বাংলার মানুষ জিতবে।’’ জননেত্রী আরও বলেন, ‘‘বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছি, এই রাজ্যকে আমি ভালো করে চিনি। প্রত্যেকটা জেলা, প্রত্যেকটা প্রান্তে আমি মানুষের সঙ্গে থাকি। বাংলার মানুষ বিজেপির এই চক্রান্ত রুখে দেবে। বহিরাগতরা এসে শাসন করবে না। বাংলার মানুষ শাসন করবে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। আমার তো প্রশ্ন, এইভাবে বাংলার ভোট আট দফা কি নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহর কথা শুনে হয়েছে। জননেত্রী বলেন, ‘‘দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী আমি। বাংলায় চক্রান্ত করা হচ্ছে। কিন্তু কোনও লাভ নেই। আমরাই জিতব।

আট দফা ভোটপর্ব

২৭ মার্চ : পটাশপুর কাঁথি (উত্তর), ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি (দক্ষিণ), রামনগর, এগরা, দাঁতন, নারায়ণগড়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, কেশিয়াড়ি, খড়গপুর, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, বিনপুর, বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পারা, রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রায়পুর।

১ এপ্রিল : গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, তমলুক, পাঁশকুড়া (পূর্ব), পাঁশকুড়া (পশ্চিম), ময়না, নন্দকুমার, মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর, খড়গপুর (সদর), নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, কেশপুর, তালডাংরা, বাঁকুড়া, বড়জোড়া, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী।

৬ এপ্রিল : বাসন্তী, কুলতলি, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, জয়নগর, বারুইপুর (পূর্ব), ক্যানিং (পশ্চিম), ক্যানিং (পূর্ব), বারুইপুর (পশ্চিম), মগরাহাট (পূর্ব), মগরাহাট (পশ্চিম), ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, উলুবেড়িয়া (উত্তর), উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ), শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর, জাঙ্গিপাড়া, হরিপাল, ধনেখালি, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল।

১০ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, কোচবিহার (উত্তর), কোচবিহার (দক্ষিণ), শীতলকুচি, সিতাই, দিনহাটা, নাটাবাড়ি, তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম, কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাদারিহাট, সোনারপুর (দক্ষিণ), ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর (উত্তর), টালিগঞ্জ, বেহালা (পূর্ব), বেহালা (পশ্চিম), মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, বালি, হাওড়া (উত্তর), হাওড়া (মধ্য), শিবপুর, হাওড়া (দক্ষিণ), সাঁকরাইল, পাঁচলা, উলুবেড়িয়া (পূর্ব), ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, চণ্ডীতলা।

১৭ এপ্রিল : ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মাল, নাগরাকাটা, কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, শান্তিপুর, রানাঘাট (উত্তর-পশ্চিম), কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট (উত্তর-পূর্ব), রানাঘাট (দক্ষিণ), চাকদহ, কল্যাণী, হরিণঘাটা, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট-নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট-গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট (দক্ষিণ), বসিরহাট (উত্তর), হিঙ্গলগঞ্জ, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান (দক্ষিণ), রায়না, জামালপুর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারি, বর্ধমান (উত্তর)।

২২ এপ্রিল : চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, ইটাহার, করিমপুর, তেহট্ট, পলাশিপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর (উত্তর), নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর (দক্ষিণ), বাগদা, বনগাঁ (উত্তর), বনগাঁ (দক্ষিণ), গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, বারাকপুর, খড়দহ, দমদম (উত্তর), ভাতার, পূর্বস্থলী (দক্ষিণ), পূর্বস্থলী (উত্তর), কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, গলসি।

২৬ এপ্রিল : কুশমন্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর, হরিরামপুর, হবিবপুর, গাজোল, চাঁচোল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, লালগোলা, ভগবানগোলা, রানিনগর, মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, কলকাতা-পোর্ট, ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর (পূর্ব), দুর্গাপুর (পশ্চিম), রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল (দক্ষিণ), আসানসোল (উত্তর), কুলটি, বারাবনি।

২৯ এপ্রিল : মানিকচক, মালদহ, ইংলিশবাজার, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, বৈষ্ণবনগর, খড়গ্রাম, বারোয়া, কান্দি, ভরতপুর, রেজিনগর, বেলডাঙা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া, নওদা, ডোমকল, জলঙ্গি, চৌরঙ্গি, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মানিকতলা, কাশীপুর-বেলগাছিয়া, দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, হাসান, নলহাটি, মুরারই।

ভোট গণনা ২ মে

মোদির মিথ্যাচারের কড়া জবাব মমতার

দেখে দেখে একলাইন বাংলা বললে বাংলার মানুষের মন জয় করা যায় না, বাংলাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হয়

মেঘাংশী দাস

হুগলির সাহাগঞ্জের সভায় এসে প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত আজগুবি অভিযোগ করেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টা পরে সেই মাঠেই তার প্রতিটির শুধু কড়া জবাব দিলেন না, উল্টো পাল্টা আক্রমণ করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গুজরাত থেকে আসা বিজেপি নেতারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বাংলার মা-বোনেদের অপমান ও অসম্মান করছেন বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তিনি। রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করার মেজাজে জননেত্রী প্রশ্ন করলেন, গত সাত বছরে দেশের রাষ্ট্রয়াত্ত সংস্থা বিক্রি করা ছাড়া তুমি সাধারণ মানুষের জন্য কী করেছ, তার জবাব দাও। বক্তৃতার শুরুতেই মা-মাটি মানুষের নেত্রী সরাসরি মোদিকে কটাক্ষ করে বলেন, “একটা লাইন বাংলায় বলে বাংলার মন জয় করা যায় না। বাংলাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে হয়।” ডানলপের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জননেত্রী ভাষণের শেষ পর্বে বলেন, “আপনার সব জবাব দিয়ে গেলাম এই মাঠে দাঁড়িয়ে।” তিনের পাতায়

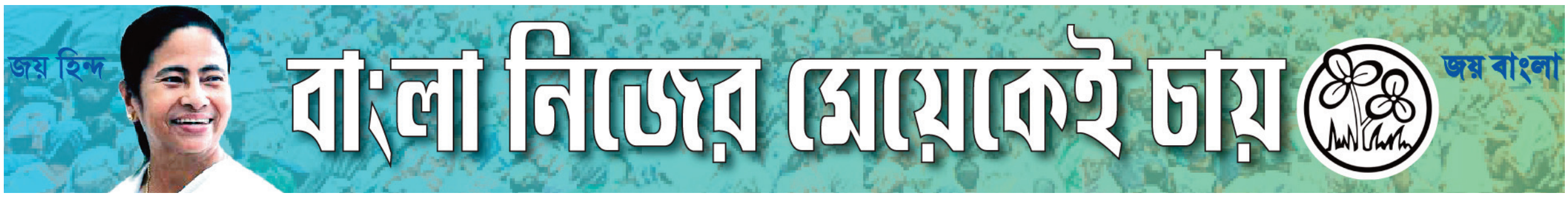

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জ্বালানির জ্বালা

চলতি সপ্তাহের মাঝে ফের ২৫ টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম। অর্থাৎ মাস ফুরানোর আগেই সাধারণ গৃহস্থ মানুষের উপর চাপ বাড়িয়ে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ১০০ টাকা বেড়ে ৮০০ টাকা ছাড়িয়ে গেল। দেশে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। কোনও অংশে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০০ টাকাও পার করে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে পণ্য পরিবহণের খরচ বেড়েছে। তার সাথে সাথে বেড়েছে বাজারে খাদ্যসামগ্রী থেকে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। সবকিছুর মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জেগাড়। জীবনধারণই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনই নয়, রাজধর্মও পালন করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে প্রকৃত জননেত্রীর মতোই তিনি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে যতটা সম্ভব দাম কমিয়েছেন পেট্রোপণ্যের। রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলে প্রতি লিটারে ১ টাকা করে দাম কমিয়েছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের মা-মাটি-মানুষের সরকার। পেট্রোল ও ডিজেলের উপর রাজ্য সরকার যে ভ্যাট আদায় করে, তা দু'টি ক্ষেত্রেই লিটারে ১ টাকা করে হ্রাস করা হয়েছে। জননেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস গত সপ্তাহ থেকেই পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে পথে নেমেছে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জননেত্রী বাড়ি থেকে নবান্নের দফতরে গিয়েছেন বৈদ্যুতিক স্কুটারে করে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর অভিনব প্রতিবাদের স্বাক্ষী থাকল সারা দেশ। জননেত্রীর কথায়, "লাগামহীনভাবে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। যখন নরেন্দ্র মোদিরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তখন জ্বালানি তেলের দাম কত ছিল, আর এখন দর কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, সেই ফারাক দেখলেই বোঝা যাবে। শুধু নির্বাচন এলেই বিনামূল্যে গ্যাস দেয় নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেটা রান্নার গ্যাস নয়, ভাঁওতা বা মিথ্যার 'গ্যাস' দিয়ে যায়।" আসলে, 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছিল মোদি সরকার। সাতবছরের বেশি সময়ে দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি ছিল আসলে ভাঁওতাবাজি। পেট্রোল ১০০ টাকা লিটার আর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ৮০০ টাকা পার করলে, সেটা সাধারণ মানুষের কোন আচ্ছে দিন? পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে দু'-একটা দিন বাদ দিলে প্রতিদিনই ২৫ থেকে ৩০ পয়সা করে বাড়ছে দুই জ্বালানির দাম। বাড়ছে রান্নার গ্যাসের দাম। যা নিয়ে মুশকিলে পড়ছে আমজনতা। করোনার জেরে এমনিতেই বিপর্যস্ত বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা। তারপর মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি। যেখানে করোনার জেরে অর্থনীতি টালমাটাল, মানুষ কাজ হারিয়েছে, রুটিরুজিতে টান পড়েছে, সেখানে তাদের উপর আরও চাপ বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নীতিহীন' নীতি। মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল-ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু জ্বালানি তেলের দাম বাড়ে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো শুল্কের জন্য। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম কমে যায়, তখনও কিন্তু কেন্দ্র দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমায় না। শুল্ক বাড়িয়ে দিয়ে একই রাখা হয় তেলের দাম। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বলে, দাম কখনও আবার বেড়ে গেলে তখন মানুষের উপর যাতে চাপ না বাড়ে তার জন্য সেই সময় শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হবে। আমরা দেখেছি, এটা ডাহা অসত্য। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে কখনওই শুল্ক কমিয়ে সাধারণ গ্রাহককে স্বস্তি দেওয়া হয়নি। তাহলে এ সময়ই কেন্দ্র কেন শুল্ক কমিয়ে ফেলছে না? রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। এই সময় রাজ্যের মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়ে বাংলা দখল করতে এসেছেন দিল্লির নেতারা। যাঁরা কোনওদিন বাংলার মানুষকে বুঝলেন না, বাংলার মানুষের কথা ভাবলেন না, তাঁরাই আজ ভোট চাইতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে হাজির। বাংলার মানুষই তাঁদের যোগ্য জবাব দেবে ভোটযন্ত্রে। দেখিয়ে দেবে বাংলার মানুষ চায় জননেত্রী, বাংলার নিজের মেয়েকেই।

মোদি সরকারের ব্যর্থতার জন্যই দেশে বাড়ছে পেট্রোপণ্যের দাম

তীর্থ রায়

পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দামে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। লাগাতার এই তিন জ্বালানির দাম বেড়েই চলেছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি যে সাধারণ মানুষের গায়ে প্রবলভাবে ছ্যাঁকা দেয় সে ব্যাপারে মোদি সরকারের কোনও হুঁশই নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন তেলের দাম কম ছিল তখনও দেখা গিয়েছে মোদি সরকার লাগাতার পেট্রোল, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে গিয়েছে। রান্নার গ্যাসের দাম এক অস্বাভাবিক উচ্চতায় পৌঁছেছে। শুধু ফেব্রুয়ারি মাসেই রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ১০০ টাকা করে বেড়েছে। কলকাতার বাজারে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম এখন ৮২০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে রান্নার গ্যাসকে এতটা মহার্ঘ্য হতে দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন জ্বালানির দাম এত চড়া নয়, তখন কেন দেশের বাজারে পেট্রো পণ্যের মূল্য এইভাবে লাগামহীন রয়েছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। বস্তুত, এখন এমন একটি দিনও যায় না, যেদিন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ছে না। বাড়তে বাড়তে এই দাম যে কোথায় পৌঁছবে তা বোঝা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যগুলির দিকে আঙুল তোলার চেষ্টা করে। শুধু তারা বলে, কেন জিএসটির আওতায় পেট্রোল, ডিজেলকে আনা হবে না? জিএসটি থেকে যে কর আদায় হয়, তার সিংহভাগ যায় কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্রের হাতে রাজস্ব বাড়ানোর অনেক উপায়। কিন্তু রাজ্যগুলির আয় বাড়ানোর কোনও রাস্তা নেই। জিএসটি ব্যবস্থা লাগু হওয়ার পর রাজ্যগুলির নিজস্ব আয় বাড়ানোর পথ আরও সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। রাজ্যগুলির আয়ের সুযোগ নেই। অথচ খরচের সিংহভাগ দায় রাজ্যগুলিকেই গ্রহণ করতে হয়। পেট্রোপণ্যকে জিএসটির আওতায় নিয়ে এসে কেন্দ্র বস্তুত রাজ্যগুলিকে আরও কোণঠাসা করতে চায় এবং নিজেদের আয় আরও বাড়িয়ে নিতে চায়। আজ দেশে জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে সম্পূর্ণই কেন্দ্রে ব্যর্থতা রয়েছে। কেন্দ্র যে পরিমাণ শুল্ক ও সেস পেট্রোল, ডিজেলের উপর চাপিয়ে রেখেছে, তা কোনও দেশেই হয় না। কেন কেন্দ্র শুল্ক কমিয়ে দেশের মানুষকে স্বস্তি দেবে না, সেই প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। কেন্দ্রের তো আয় বাড়ানোর বহু সুযোগ রয়েছে। বিকল্প সুযোগগুলিকে ব্যবহার করে কেন কেন্দ্র পেট্রোল, ডিজেলকে চাপমুক্ত করবে না? মোদি সরকার সবসময় প্রচার করে বেড়ায় যে তাঁরা বিনামূল্যে ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে। অথচ বাস্তবটা হল, এই মোদি সরকারের আমলে মাত্র কয়েক বছরে রান্নার গ্যাসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে বলছে, ঘরে ঘরে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নিয়মিত গ্যাসের দাম বাড়ছে। বিজেপির রাজনীতির পুরোটাই হল প্রচারমূলক। তারা নানারকম প্রচারের মাধ্যমে মানুষের সামনে কতগুলি ধারণা তৈরি করে। সেই ধারণার ভিত্তিতে তারা মানুষের কাছে ভোট চায়। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তারা কোনও কাজ করে না। তারা সবটাই করে কিছু বিভ্রম তৈরি করতে। কিন্তু মানুষকে বেশি দিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। মানুষের বিভ্রম ঠিক কেটে যায়। আজ রান্নার গ্যাস যখন সিলিন্ডার পিছু ৮০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে, তখন মানুষ বুঝতে পারছে মোদির বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার প্রচারটি কত বড় ভাঁওতা। পেট্রোল, ডিজেলের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু কোনও কেন্দ্রীয় সরকারই জ্বালানির ক্ষেত্রের ভারতকে স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে যেতে পারল না। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের নামে দেশে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু অনুসন্ধানের নামে কাজের কাজ কিছুই হয় না। মোদি সরকারের জ্বালানি সংক্রান্ত নীতিও অত্যন্ত অস্পষ্ট। ফলে মোদি সরকারের কাছে স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই যে কীভাবে জ্বালানির মূল্যকে দেশের বাজারে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। উপরন্তু জ্বালানির উপর তার অসম্ভব পরিমাণে শুল্ক ও সেস বসিয়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিচ্ছে। আয় বাড়ানোর এটি অত্যন্ত সহজ পন্থা। আয় বাড়াতে গেলে অন্যান্য যে ভাবনা-চিন্তা ও উদ্যোগের প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে সেটি ঘটে না। কিন্তু পেট্রোল, ডিজেলে শুল্ক ও সেসের চাপ বাড়ানোর অর্থই হল সমস্ত পণ্যের দাম বাড়ানো। ডিজেলের দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব গিয়ে পড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে। লরি, ট্রাক-সহ সমস্ত মালবাহী গাড়ি চলে ডিজেলে এমনকী রেলের মালগাড়িও অনেকাংশে ডিজেলের উপর নির্ভরশীল। ডিজেলের দাম বাড়া মানে এই সমস্ত যানবাহনের খরচ বেড়ে যাওয়া। পরিবহণ খরচ বাড়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব গিয়ে পড়ে সমস্তরকম পণ্যে। ডিজেলের উপর নির্ভরশীল গণপরিহণও। ডিজেলের দাম বাড়া মানে গণপরিহণের খরচ বেড়ে যাওয়া। গণপরিহণের খরচ বাড়লে ভুক্তভোগী হয় সাধারণ মানুষ। যে হারে ডিজেলের দাম বেড়ে চলেছে, তাতে দেশের গণপরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। কারণ সাধারণ মানুষের পকেটের একটি ক্ষমতা রয়েছে। গণপরিবহণ শিল্প তাদের খরচ বাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার পথে রয়েছে যে সেটি বহন করার ক্ষমতা আর কারও থাকবে না। সরকার ভরতুকি দিয়ে তার নিজের গণপরিবহণ কাঠামোকে একটা দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে যে বিশাল গণপরিবহণ ব্যবস্থা চলে তাকে ভরতুকি দেবে কে? ডিজেলের দাম বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে যে এবার বেসরকারি বাস-ট্যাক্সি রাস্তায় বেরোতে পারবে না। কারণ যাত্রীদের কাছ থেকে তাদের যেটুকু আয় হয়, সেটুকু দিয়ে আর জ্বালানির খরচ পোষানো সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিহীনতার ফলে দেশের সামনে বড় বিপদ আসতে চলেছে।

ব্যাটারি চালিত স্কুটারে চেপে দেশের জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জননেত্রী দাবি করেছেন, রান্নার গ্যাসের দাম ৪০০ টাকাতে নামিয়ে আনতে হবে। নরেন্দ্র মোদি যখন প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছিলেন তখন রান্নার গ্যাসের দাম ৪০০ টাকা ছিল। মোদির আমলে ধাপে ধাপে রান্নার গ্যাসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। জননেত্রী হুমকি দিয়েছেন, জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র যতদিন না কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, ততদিন তৃণমূল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করবে। জননেত্রী খুব সঠিকভাবে বলেছেন, মোদি সরকারের দেশের প্রতি কোনওরকম দায়বদ্ধতা নেই। তাদের লক্ষ্যই হল দেশের সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া। সাম্প্রতিক মোদি গুজরাতের স্টেডিয়ামের নাম বদলে নিজের নামে করে নিয়েছেন। জননেত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কোনও একদিন হয়তো বিজেপি সরকার দেশের নামটাই বদলে দেবে। গুজরাতের এই স্টেডিয়ামটির নাম ছিল দেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের নামে। প্যাটেলের মতো মানুষের নাম মুছে দিয়ে মোদিরা যখন সেই জায়গায় নিজেদের নাম বসিয়ে দিতে পারেন, তখন তাঁদের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। আসলে নরেন্দ্র মোদিদের দেশ ও দেশনেতাদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ফলে দেশের মানুষ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে কী ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে পারে, তা নিয়ে কোনও চিন্তা বা উদ্বেগই নেই নরেন্দ্র মোদিদের। জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে এই সরকারকে বিদায় দিতে হবে।

কড়া পদক্ষেপ রাজ্যের

স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা না দিলে লাইসেন্স বাতিল

জাগো বাংলা নিউজ : রাজ্যের কোনও মানুষ স্বাস্থ্যসাথী থেকে বঞ্চিত হবেন না। তালিকাভুক্ত সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেখিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা মিলবে। রাজ্যের জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য সাথীর সুবিধা পেয়েছেন রাজ্যের মানুষ। বহু দরিদ্র মানুষ এই কার্ডের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার পরিষেবা পেয়েছেন। কিন্তু কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোম স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে সে ক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেবে মা মাটি মানুষের সরকার। এবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিং হোম স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড থাকা সত্ত্বেও রোগী ফেরালে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। ছাড় পাবে না কর্পোরেট হাসপাতালও। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড রোগী পরিষেবা চালু করতে গত কয়েক মাস ধরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মা মাটি মানুষের সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিং হোম সংগঠন গুলির সঙ্গে অন্তত দুই দফা আলোচনা করেছেন। কর্পোরেট ও বড় নার্সিংহোম এর দাবি মেনেও রোগী পরিষেবার প্যাকেজ রেট অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড নাম নথিভুক্ত করিলেও কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের রোগী পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন বহাল। স্বাস্থ্য দপ্তরের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ২০১৭ সালের ক্লিনিক্যাল এস্তব্লিশমেন্ট আইনের ৩ নম্বর এবং ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনে বিধি ভঙ্গ কারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে, অথবা লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ আটকে যেতে পারে, রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডঃ অজয় চক্রবর্তীর কোথায়, "বেসরকারী হাসপাতাল ও নার্সিং হোম এর সঙ্গে আলোচনার পর অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে।

বাংলাকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে : মমতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলাভাষার প্রতি লড়াইয়ের সৈনিকদের তিনি সম্মান জানান। বাংলা মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনিই দৃষ্টান্ত। এবারের ভোটে তাঁর লড়াইটাও বাংলাকে বাঁচানোর। বহিরাগত-হামলা থেকে বাংলাকে উদ্ধারে তিনিই সেনাপতি। যেহেতু তিনি বাংলার মানুষের স্বার্থে কোনওরকম আপসের রাস্তায় হাঁটেন না, তাই বারবার আঘাত এসেছে তাঁরই উপরে। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আক্রমণের জবাব দিলেন একুশে ফেব্রুয়ারির মঞ্চ থেকেই। বাংলাকে আঘাত করার চেষ্টা করলে প্রত্যাঘাত খেতে হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে দেশপ্রিয় পার্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলে দিলেন, "চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি। একুশেই খেলা হবে। আমি গোলরক্ষক। এই খেলায় কারা হারে আর কারা জেতে, এটা আমি দেখতে চাই।" এর পরই তাঁর হুঙ্কার, "যদি আমাকে জেলেও পাঠিয়ে দেয়, আমি জেল থেকে বঙ্গবন্ধুর মতো ডাক দেব, জয় বাংলা। হারতে আমরা শিখিনি। আমরা হারব না। হারাতে আমাদের পারবে না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। এটাই শপথ।"

ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রথমে নিজের লেখা 'একুশে' কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই স্পষ্ট ইঙ্গিতে বলে

ভাষা শহিদ স্মারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর।

দিলেন, "আমি শুনেছি, কখনও কখনও দিল্লির কোনও কোনও নেতা বলছেন, বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবেন। আমি বলছি, আসুন না, একবার চেষ্টা করে দেখুন। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন।" বাংলা ভাষা নিয়ে যে লড়াই হয়েছে, সেই লড়াই তিনি চালিয়ে যাবেন বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, "এই বাংলা ভাষা আমায় শিখিয়েছে, বীরের মতো লড়বি। বাঘের বাচ্চার মতো লড়বি। যেন বিড়ালকে দেখে ভয় না পাই। ইঁদুরকে দেখে ভয় না পাই। আমার মাতৃভাষা আমায় এই সাহসিকতা শিখিয়েছে। এই মাতৃভাষা আমায় লড়তে শিখিয়েছে।"ভাষা শহিদের মঞ্চ মানে সেখানে মাতৃভাষা নিয়ে লড়াইয়ের কথা থাকবেই। ছিলও। আবেদনের চার বছর পরও কেন রাজ্যের 'বাংলা' নামে সিলমোহর দিল না কেন্দ্র, তা নিয়ে প্রথমেই সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "বাংলাকে কেন আমি বংগাল বলব? চার বছর হয়ে গেল এখনও রাজ্যটাকে বাংলা নাম করতে দিল না।" ততক্ষণে বাংলার জাতীয়তাবাদের সুর বাঁধা হয়ে গিয়েছে মঞ্চে। মমতাকে নিয়ে নিজের লেখা খেয়াল শোনালেন কবীর সুমন। আবুল বাশার, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়িরা সেই সুরেই বাঙালি জাতীয়তাবোধের কথা বললেন। বিজেপির বিরুদ্ধে আগ্রাসণের অভিযোগ তুলে সরব হন ব্রাত্য বসু। তার পরই সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। মাত্র সাড়ে বারো মিনিটের বক্তব্যে আগুন ঝরালেন। মুখ্যমন্ত্রীও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে এবং বাংলাকে আঘাত করলে পাল্টা জবাবও তিনি দেবেন। তাঁর কথায়, "আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে নতুন সূর্যশিখা জ্বলবে। আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের লড়াই চলবে। আমাদের জিততে হবে। পাল্টা দেখিয়ে দিতে হবে, বাংলাকে আঘাত করার চেষ্টা কোরো না।"

মহার্ঘ্য পেট্রোল ডিজেল, ১ টাকা কর কমাল রাজ্য

জাগো বাংলা নিউজ : ফের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী। জ্বালানির জ্বালা থেকে আম গেরস্তকে কিছুটা রেহাই দিতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমালো রাজ্য সরকার। রাজ্যে এক টাকা করে কমানো হল তেলের দাম। ২২ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটা থেকে এই নয়া দর কার্যকর হয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানান, রাজ্য সরকার পেট্রোল ও ডিজেল থেকে বিক্রয়কর বাবদ যে টাকা সংগ্রহ করে, তার থেকে এক টাকা করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েই চলেছে। ফেব্রুয়ারি মাসেই রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় ১০০ টাকা। জ্বালানির দাম বাড়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও ঊর্ধ্বমুখী। কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে কোনও হেলদোল নেই। এমন অবস্থায় বিধানসভা ভোটের আগে জনগণকে স্বস্তি দিতে এক টাকা করে দাম কমানোর পথে হাঁটল রাজ্য। অমিতবাবু জানান, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তার পরই দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তাঁর বক্তব্য, "সাধারণ মানুষের সমস্যা নিরসনের জন্য মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য এক টাকা করে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম কমাচ্ছি। রাজ্যের নিজস্ব বিক্রয়কর থেকে থেকে কম করছি। এতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কৃষকদের সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা ডিজেল ব্যবহার করেন।" এই নয়া দাম কার্যকর থাকবে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত।

অর্থমন্ত্রীর ব্যাখ্যা, পেট্রোলের ক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রতি লিটার ৩২.৯০ টাকা কর ও সেস নেয়। রাজ্য নেয় ১৮.৪৬ টাকা।

ডিজেলে কেন্দ্র নেয় ৩১.৮০ টাকা। এর মধ্যে ৬৯ শতাংশ সেস। বাকিটা অন্যান্য কর। রাজ্য সরকার কর বাবদ নেয় ১২.৫৭ টাকা। রাজ্য তার প্রাপ্য বিক্রয়করের থেকেই এক টাকা করে ছাড় দিল। ফলে দাম কমছে এক টাকা করে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র সেস নিলে রাজ্য তার কোনও অংশ পায় না। বস্তুত কেন্দ্র ক্রমশ সেস বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে রাজ্যের কোষাগারে এক টাকাও ফিরে আসছে না। অমিতবাবু জানান, পেট্রোলের জন্য কেন্দ্রের নেওয়া ৩২.৯০ টাকার মধ্যে ২০.৫০ টাকা সেস। যা প্রায় ৫২ শতাংশ। একইভাবে ডিজেলে ৩১.৮০ টাকা তুলে নিল। যার মধ্যে ২২ টাকা হচ্ছে সেস, ৬৯ শতাংশ। কর বাবদ নেওয়া টাকার ৪২ শতাংশ রাজ্যকে দেওয়ার কথা হলেও তা-ও কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে জানান অমিতবাবু। তবে এটাই প্রথমবার নয়। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, এর আগেও পেট্রোল—ডিজেলের দাম বাড়ায় রাজ্য সরকার ২০২০ সালের মার্চ মাসে একইভাবে দাম কমিয়ে দিয়েছিল।

অমিতবাবুর অভিযোগ, যখন মোদি সরকার ক্ষমতায় এল, তখন মোট কর সংগ্রহের এগ্রিগেট সেস ছিল ৮ শতাংশ। এখন সেটা ১৬ শতাংশে চলে গিয়েছে। সিএজি কেন্দ্রকে বলছে এটা অন্যায়। তার কারণ, কেন্দ্র ট্যাক্সের জায়গায় সেস বাড়িয়ে যাচ্ছে। যাতে টাকাটা রাজ্যকে আর দিতে না হয়। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একেবারে পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এমন অবস্থায় সব রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করার যে কথা বলেছেন, তার উত্তরে অমিতবাবুর বক্তব্য, "আমাদের টাকা নেই। তা সত্ত্বেও কোভিড ও আমফান সামলেছি। ৭৭ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের থেকে রাজ্য পায়নি। তবু মানবিকতার জন্য এক টাকা কমাচ্ছে রাজ্য। তুমি কী করছ? তুমি আগে কেন্দ্রীয় ট্যাক্স কমাও। তুমি তো কিছু কমাওনি? এরপর কী কথা বলার জন্য বলা হচ্ছে? আগে তো কিছু করুক। তারপর তো কথা হবে।"

সাহাগঞ্জের ডানলপ মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় তৃণমূলে যোগ দিলেন একঝাঁক তারকা। সুদেষ্ণা রায়, সায়নী ঘোষ, মনোজ তিওয়ারি, লগনদেও সিং, রাজ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, জুন মালিয়া।

বিনামূল্যে টিকা দিতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

জাগো বাংলা নিউজ : দেশের মধ্যে সেরার সেরা করোনা পরিষেবা মিলেছে পশ্চিমবঙ্গে। চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের জন্য টিকাকরণও শুরু হয়েছে রাজ্যে। এবার রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে করোনার টিকা দেওয়ার যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গোটা রাজ্যে করোনার গণ টিকাকরণের কাজ শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন সিদ্ধান্তে আপ্লুত আপামর জনগণ।

রাজ্যের হতদরিদ্র মানুষের পক্ষে করোনার টিকা কেনা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক ভ্যাকসিন কিনতে চায় রাজ্য।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, যেহেতু রাজ্যে নির্বাচন সামনে, তাই সবার আগে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এমন মানুষদের অবিলম্বে টিকা দেওয়া হবে। ভোট দিতে অসংখ্য মানুষ বুথে যাবেন। তাঁদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পরতে পারে। টিকা নেওয়া থাকলে ভয় অনেকটাই কম। ভোটের আগে তাই যত বেশি সংখ্যক মানুষকে টিকা দেওয়া যায় ততই বেড়ি পরানো যাবে সংক্রমণে।

রাজ্যে উন্নয়নের কাণ্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, "আমাদের মনে হয় যত বেশি সংখ্যক ভোটারকে টিকা দিয়ে দেওয়া যায় তত বেশি করোনাকে ঠেকানো সম্ভব হবে। এই মুহূর্তে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

সাধারণ মানুষের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে জানিয়েছেন, "রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জন্য গণ টিকাকরণের কাজ শুরু করার জন্য রাজ্য সরকার বিপুল সংখ্যক ভ্যাকসিন কিনতে চায়। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভ্যাকসিন কিনতে পারে সেই বিষয়টি দেখা হোক।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশের টিকাকরণের কাজ শুরু হওয়ার সময়ই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার আগে জানিয়েছিলেন, রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে টিকা দিতে চায় মা-মাটি-মানুষের সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ব্যতীত সেই কাজ সম্ভব নয়। তাই এর জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে অনুমোদনের আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার টিকা প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে টিকা কিনে নিতে পারবে। প্রসঙ্গত রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও কমছে প্রতিনিয়ত। এই মুহূর্তে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে হাতে গোণা কিছু রোগী করোনা নিয়ে চিকিৎসাধীন। প্রথম সাড়িক করোনা যোদ্ধারা বিনামূল্যে টিকা পেলেও অন্যান্য ব্যক্তিদের টাকা দিয়েই টিকা নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে টিকা মিললেও। বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে টাকা দিয়েই টিকা কিনতে হবে। সেই টাকা যাতে খরচ না হয়, সে কারণেই সমস্ত মানুষকে বিনেপয়সায় টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রান্নার গ্যাস-সহ পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিলে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাংসদ শান্তনু সেন। কলকাতায়।

মোদির মিথ্যাচারের কড়া জবাব

একের পাতার পর

বাংলা বহিরাগতদের হাতে যাবে না। বাংলা বাঙ্গাল হবে না। মোদি বাংলা শাসন করবেন না। বাংলা শাসন করবে বাংলাই।" বিজেপি শাসিত রাজ্যে গণধর্ষণ ও নারীকেন্দ্রিক অপরাধ বেশি বলে উল্লেখ করে জননেত্রী জনসভায় বলেন, "সেদিন অনেক বড় বড় কথা বলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় নাকি মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। বিজেপির দলে মা-বোনেরা সুরক্ষিত তো? উত্তর প্রদেশে সুরক্ষিত? মধ্যপ্রদেশে সুরক্ষিত? বিজেপি দলের মেয়েদের অবস্থা যদি বলি লজ্জায় শিহরিত হতে হয়। সবাইকে বলব, ওই দলে মেয়েদের পাঠাবেন না।" বাংলার অগ্নিকন্যা আরও বলেন, "এক একটা লুঠেরা। কারও কান কাটা নাক কাটা জিব কাটা। তারা বড় বড় নেতা। আপনাদের চরিত্রগুলো সোনা রুপোয় বাঁধিয়ে দিতে হয়। আমি সব জানি। কথার লাগাম রাখতে জানি। তাই কিছু বলছি না।"

সাহাগঞ্জে বিজেপির সভায় প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল যুব সভাপতিকে আক্রমণ করেছিলেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পরেই জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বিষয়টি ধরে ধরে রীতিমতো কড়া ভাষায় জবাব দেন জননেত্রী। বলেন, "তৃণমূল তোলাবাজ? তাহলে আপনি কী? দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ।" আর যারা পাঁচ টাকা, দশ টাকা তোলে তাদের তোলাবাজ বলে। কিন্তু যারা দেশ বিক্রি করে তারা কী? ফাইভ স্টার হোটেলে থাকেন, টেন স্টার হোটেলে খান, তাঁরা কী? সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে বিজেপির। নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল। কোল,রেল সেল, ভিএসএনএল কেন বিক্রি, কেন কৃষকরা রাস্তায়—মোদি, জবাব দাও।" প্রধানমন্ত্রীর সভায় চারপাশের জেলা থেকে গাড়ি করে লোক নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সভায় দলে দলে হাজারে হাজারে তীর্থযাত্রীর মতো লক্ষাধিক জনতা সমবেত হয়েছিলেন। আর সেই জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও আক্রমণ করেন। মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি নেতাজির চেয়েও বড় নেতা। গান্ধীজির চেয়েও বড়? দেশের নেতা এখন দু'জন। একজন হোঁদল কুতকুত। অন্যজন কিম্ভূত কিমাকার।" বক্তব্যের মধ্যে একবার মোদি-শাহদের 'রাবণ', 'দানব'ও বলেও কটাক্ষ করেন তৃণমূলনেত্রী। বিজেপি দলকে 'চুনোপুঁটি, 'নেংটি ইঁদুর' বলে মমতার সাফ কথা, "আমরা ভয় পাই না এই বিজেপিকে। আমি প্রতিবাদ করি বলে আক্রমণ। আমার কুড়ি লক্ষ কর্মীকে জেলে পাঠান। এই আদিসপ্তগ্রামে পুঁতলে আমরা দিল্লিতে মাথা তুলব।"

মোদিকে জবাব দিয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করার পাশাপাশি কয়লা- কাণ্ডে তৃণমূল যুবসভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে সিবিআই অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ নিয়েও সরব হন জননেত্রী। গেরুয়া শিবিরকে কড়া আক্রমণ করে বাংলার অগ্নিকন্যার বক্তব্য, তাঁকে লড়ে পারছে না বলেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি 'প্রতিহিংসা'র রাজনীতি। বাদ যাচ্ছেন না মা-বোনরাও। মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "কোথায় আঘাত করছে? আমি রাজনীতি করি। অনেক মার খেয়েছি। মাথায় ৪৬টা সেলাই। সারা গায়ে চোট। আমায় আর কী করতে পারেন? মারতে পারেন, খুন করতে পারেন। কিন্তু আপনি বাড়ির মা-বোনেদের অসম্মান করতে পারেন না। আমার বাড়িতে ঢুকে পড়ে একটা বাইশ-তেইশ বছরের বাচ্চা মেয়ে, ঘরের বউ, কন্যা, তাকে কয়লা চোর বলছেন।এত বড় সাহস! আর আপনারা যে চোরদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রের রেলবাজেটে দক্ষিণেশ্বর রেলপ্রকল্প ঘোষিত হয়। শুধু তাই নয়,বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকল্পের কাজ শুরুও করে দেন তিনি। রাজ্যের জন্য রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কী কী রেলপ্রকল্প করেছেন, তার কিছুটা হিসাব দিয়ে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, "আমি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো করলাম, আর তুমি ফিতে কাটলে। একবার মনে পড়ল না, কে করল!" আমেরিকায় গিয়ে 'আব কি বার ট্রাম্প সরকার' স্লোগান দিয়েছিলেন মোদি। মমতা বলেন, "নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, গিয়েছিল ট্রাম্পকে জেতাতে। ট্রাম্পের যা হাল হয়েছে ওঁর হাল তার চেয়ে খারাপ হবে।" জনসভায় জননেত্রীর দীপ্ত ঘোষণা, "এবার খেলা তো হবেই। একটাই খেলা একুশের সাধারণ নির্বাচনে। একদিকে বিজেপি-সহ সব দল। অন্যদিকে তৃণমূল। আমি গোলরক্ষক। দেখি ক'টা শট গোলে মারতে পারেন। বারের উপর দিয়ে চলে যাবে। এই খেলায় বিজেপিকে হারিয়ে দিন। দেশ থেকে বিদায় দিন।"

প্রধানমন্ত্রীর অপপ্রচারের জবাব দিতে গিয়ে তিনি দশ বছরে সামাজিক প্রকল্প-সহ কী কী কাজ করেছেন, তা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "দু'কোটি মানুষকে পানীয় জল দিচ্ছি। আরও দেব। দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধানে এক কোটি ৭৫ লক্ষ আবেদন মঞ্জুর করেছি। পাঁচ বছরে দেড় কোটি চাকরি হবে। উনি মিথ্যা বলে গেলেন। দেশে দু' কোটি বেকার হয়েছে। আমরা রাজ্যে চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছি।" জননেত্রীর হাত ধরে সাহাগঞ্জের সভায় একঝাঁক টলি তারকা যোগ দেন। তৃণমূলের পতাকা হাতে নেন জুন মালিয়া, রাজ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিকরা। সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা মনোজ তেওয়ারি। এমনকী বিজেপির রাহুগ্রাস থেকে বাংলাকে বাঁচাতে জননেত্রীর দলে শামিল হলেন একসময় হাওড়ার দাপুটে সিপিএম শ্রমিক নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক লগনদেও সিং।

'জয় বাংলা' বললে বিজেপির গাত্রদাহ হয় : অভিষেক

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। সাগর থেকে পাহাড় জনগণের একই রায় বাংলা নিজের মেয়েই চায়। আকাশের গায়ে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। এটাই ধ্রুব সত্য। বাংলার মানুষ বাংলার অগ্নিকন্যা জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চায়। কোন বহিরাগতর হাতে তারা বাংলাকে তুলে দিতে চায় না।জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার জনসভা থেকে এই ধ্রুব সত্য কথা আরো একবার জানিয়ে দিলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গেরুয়া শিবিরকে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে কর্মীদের উদ্দেশ্যে তার আবেদন, ''জেলায় সাতে সাত করুন বাকিটা দেখে নেব।'' এই প্রথম ডুয়ার্সের চা বলয়ে সভা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা এবং হিন্দি তে রীতিমতো আক্রমণ মুখী বক্তব্য রাখেন সাংসদ। তার কটাক্ষ ছিল, আমরা জয় বাংলা বলে ওদের গাত্রদাহ হয়। সোনারবাংলা কোথাকার স্লোগান? তুমি করলে চমৎকার, আমি করলে বলাৎকার। তুমি করলে সাধু আমি করলে চোর। তুমি সোনার বাংলা বললে সেটা দেশ প্রেমিক। বিজেপির নাম না করে তার অভিযোগ, ''এখন ওরা বলছেন বাংলা আর দিল্লিতে একই সরকার চাই। সেটা করলে চুরি করতে সুবিধা হবে।'' তিনি বলেন, ''স্বাস্থ্যসাথী সবাইকে সুবিধা দিচ্ছে। কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত সবাই পাবেন না। বাংলায় বহিরাগত এনে এখানে ঝামেলা করতে চাইছে ওরা।'' গেরুয়া শিবিরকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, ''যে দল মা দুর্গা কে অপমান করে আগামী দিন যোগ্য জবাব পাবে।'' ভিড়ে ঠাসা জনসভায় কিছুটা আবেগাপ্লুত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, যে ভালোবাসা আমাদের দিয়েছেন তাতে কৃতজ্ঞ। নয়া ক্যাম্পেন শুরু করেছি। বাংলা নিজের মেয়েকে চায় এই ক্যাম্পেন। জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, আমি জিজ্ঞেস করতে চাই বাংলার মেয়ে বহিরাগতর কাছে আত্মসমর্পণ করুক এটা কি চান? মুহূর্ত অপেক্ষা না করে জনতা জানিয়ে দেন মোটেও না যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সোনার বাংলা গড়বে তারাই বলছে যারা হাথরাসের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। ৫ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা দিল্লি নিয়ে গিয়েছে পার্টি অফিস বানানো হচ্ছে। চোর-ডাকাত সব বিজেপিতে চলে গিয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ মন্দিরে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাগরাকাটার সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ টাকা দরে আলু কিনবে হিমঘর, চাষির পাশে রাজ্য

জাগো বাংলা নিউজ : কৃষকদের স্বার্থে আবারও তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি কতটা আন্তরিক। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিলেন, আলু চাষিদের যেন কোনওরকম সমস্যা না হয়। অতি ফলন হলেও আলুর দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে চাষিদের যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য হিমঘরগুলিকে আলু কিনে নেওয়ার অনুমোদন দিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। ছ' টাকা প্রতি কিলো দরে হিমঘরগুলি মরশুমের শুরুতেই প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনে নেবে। পরে বাজারে যখন চাহিদা বাড়বে কিন্তু জোগান কম থাকবে, তখন এই হিমঘরগুলি নিজস্ব মূল্যে আলু বিক্রি করতে পারবে। আলু কেনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রাজ্য সরকার ব্যাঙ্ক থেকে তাদের ঋণের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই 'আলু সংগ্রহ' প্রকল্পে অনুমোদন মিলেছে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, "এবার রাজ্যে আলু বাম্পার ক্রপ হবে। অতি ফলন বা অতি সুফলন হবে। এর ফলে মনে করা হচ্ছে, প্রথম দিকে চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হওয়ায় আলুচাষিদের সঠিক বা লাভজনক মূল্য পেতে অসুবিধা হতে পারে। তা যাতে না হয়, তার জন্য কোল্ড স্টোরেজগুলি মরশুমের গোড়াতেই আলু কিনে নেবে। পরবর্তীকালে যখন বাজারে এত জোগান থাকবে না কিন্তু চাহিদা থাকবে, তখন কোল্ড স্টোরেজগুলি তা বিক্রি করে নিজেদের মতো ব্যবসা করবে। এতে অন্তত আলুচাষিরা বঞ্চিত হবে না।" এই প্রোকিওরমেন্ট হবে জ্যোতি আলুর ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থায় বাজারে ৬০০ কোটি টাকা মূল্য সহায়তা পৌঁছবে।

চাহিদার তুলনায় ফলন বেশি হলে বাজারে দাম মেলে না। চাষিরা অভিযোগ তোলেন, চাষ করতে যে খরচ হয়, দাম পড়ে যাওয়ায় চাষের খরচই ওঠে না। এবার আলু সংগ্রহ প্রকল্প চালু হলে সেই চিন্তা থাকবে না। কারণ, মরশুমের শুরুতেই চাষিরা দাম পেয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যসচিব জানান, এই প্রকল্পে রাজ্যের কয়েক লক্ষ আলুচাষি উপকৃত হবেন। এমনকী, যাঁরা বর্গা ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় আলুচাষ করেন, তাঁরাও আর সমস্যায় পড়বেন না। হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, হাওড়া ও উত্তর দিনাজপুরে চাষ করে সুফলনের জন্য প্রকৃত মূল্য থেকে যাতে চাষিরা বঞ্চিত না হন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা বলে জানান মুখ্যসচিব।

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৬। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 46. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**